মেহেরপুরে র্যাবের উপর হামলা: ৪ নং আসামি ভূট্টো গ্রেফতার

র্যাবের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহারভূক্ত ৪ নং আসামি মন্টু ওরফে ভূট্টো মন্ডল (৩২)কে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২ এর একটি দল।
গ্রেফতাকৃত ভূট্টো মন্ডল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আমিন মন্ডলের ছেলে।
শুক্রবার দিবাগত রাতে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভূট্টো মন্ডলকে গ্রেফতার করে।
গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে মাদক ব্যবসায়ীদের হামলায় র্যাবের উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার রায়কে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এঘটনায় ওই দিনই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আনোয়ার হোসেন সুইট নামে একজনকে গ্রেফতার করেন। র্যাব সদস্য আহত হওয়ার ঘটনার মামলার ৪নং আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনিয়ে এই মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হলো।
র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম ফারুক বলেন, র্যাবের উপর হামলা করার পরপরই পলাতক ছিল আসামি ভূট্টো। তার লোকেশন সঠিক করেই অপরাশেন চালানো হয়।
গ্রেফতার ভূট্টোকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

খরচের চাপে দিশাহারা

নিত্য প্রয়োজনীয়সহ সবকিছুর চরম মূল্যবৃদ্ধিতে আয়ের সাথে ব্যয় মেটাতে কাহিল হয়ে পড়ছে এক শ্রেণির মানুষ। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকেও নিরব অভাব কুরে কুরে খাচ্ছে। লোক লাজ ভুলে বাধ্য হয়ে প্রকৃতি থেকে তরকারীর খোঁজে মাঠ ঘাটে আনুসন্ধান করছে তারা।

কারণ আয়ের সাথে তারা তাল মেলাতে পারছেনা।

এ কারণে চাহিদা অনুযায়ী সবজি কিনতে পারছেন না। যার ফলে ঝোপঝাড়ে অযত্নে-অবহেলায় বেড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতের ‘বুনো শাক-সবজি’র দিকে ঝুঁকে পড়েছেন তারা। এতদিন দরিদ্র মানুষদের কাছে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিলো ‘বুনো কচু শাক, সজিনার পাতা’ নটে শাক, কাটা নটে শাক। এখন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারেও টান পড়েছে সংসার চালাতে। বাধ্য হয়ে উচ্চ মধ্যবিত্তরাও বন বাদাড়ের বুনো শাক খেতে বাধ্য হচ্ছে।

জেলা শহরের পৌর কলেজ পাড়ার সামসুল হক (প্রকৃত নাম না) মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি যে বেতন পান তা দিয়ে সংসার চালাতে কাহিল হয়ে পড়ছেন। বাড়ির নিকটে একটি ডোবার পাড়ে অবহেলা অযত্নে বেড়ে ওঠা কচু শাক তুলতে দেখা যায় তাকে। সে তার নাম উল্লেখ করে প্রতিবেদন না লেখার অনুরোধ জানিয়ে বলেন- যে বেতন আসে তাতে মাসে একদিনও মাংস কিনতে পারিনা। বাধ্য হয়েই বুনো শাক তুলছেন। তারমতো অনেক পরিবারই বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিছু খেয়ে বাঁচার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। বেতনের টাকায় মিলছে না সবজি বা মাছ, মাংস। তরকারির চাহিদা মেটাতে তাই তারা ঝোপঝাড় বা বসতবাড়ির আশেপাশে অনাদরে-অবহেলায় বেড়ে ওঠে ঢেঁকি শাক, কলার থোর, কচু শাকসহ প্রকৃৃতিকেই বেছে নিয়েছেন। কারণ, এসব শাক-সবজি টাকা দিয়ে কিনতে হয় না তাদের। তাছাড়া বাজারে এই বুনো শাকেরও এখন দাম বেড়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেহেরপুরে কর্মরত সরকারি এক ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা জানান- মাসে যে বেতন পান তাতে বাড়ি ভাড়া দিয়ে ৪ সদস্যর সংসার কুড়িদিনের বেশি চলছেনা। বিপথগামিও হতে পারেননা। ১ হাজার টাকা কেজি মাংস খাওয়ার স্বপ্নও এখন ওই পরিবারে অধরা। তিনি জানান দুটি ডিম ভাগ করে চারজনকে খেতে হয়। আগে মোবাইলে নিকটজনদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, এখন যোগাযোগ রাখাতে পারেন না। আগে সকালে বাজার করতেন, এখন শহরের সাপ্তাহিক হাট থেকে সন্ধ্যার দিকে কম দামের সবজি কেনেন। মাঝে মাঝে পরিবার নিয়ে রিক্সায় ঘুরতেন। এখন আর ঘোরেন না।

মেহেরপুর জেলার প্রতিটি গ্রামেই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার তরকারির চাহিদা মেটাতে প্রকৃতি নির্ভর হয়ে পড়ছে। সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের আবুল কাশেম নামের অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীন স্কুল শিক্ষক জানান, প্রায় তিন দশক আগেও মানুষের ঘরে অভাব-অনটন

ছিল। সেই সময়েও বুনো সবজি খেতেন লোকজন। এখন দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হলেও করোনাকালীন সময় থেকে তরি তরকারী, চাল ডালের দাম বেড়ে যাওয়াতে আয়ের সাথে ব্যয় মেটাতে পারছেনা মানুষ। তাই সকাল অথবা বিকেল হলেই অনেক পরিবার বুনো সবজির খোঁজে মাঠে ঘাটে নেমে পড়ছেন। মাঠে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা কচুর জমিতেও কচুপাতা তুলতে ভিড় করে নারী পুরুষ।

মেহেরপুরে শিল্পীদের মাঝে পুরুস্কার ও সনদপত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলার সকল শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সাংস্কুতিক প্রতিযোগীতা-২০২৩ পুরুস্কার ও সনদপত্র বিতরন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই পুরুস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরুস্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহা: আব্দুস সালাম।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু তথ্য ও গবেষনা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা শিল্পকলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী ফুটবল একাডেমিকে ট্রাইবেকারে হারিয়ে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৬ষ্ঠ দিনের খেলায় গাংনী উপজেলার গাংনী ফুটবল

একাডেমিকে ট্রাইবেকারে হারিয়ে মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ৫ মিনিটের সময় গাংনী ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়াড ফারহান তানজিলের দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর কোন দলই গোল করতে পারেনি।

পরে দ্বিতীয় অর্ধের মাত্র ৪ মিনিট বাকী থাকতে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের ফরোয়াড ইব্রাহিম গোল করে খেলার সমতা ফেরান। তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই কয়েকটি করে গোল সুযোগ হারান।

পরে ট্রাইবেকারে প্রথম ৫ টি করে বল দেওয়া হয়। দুটি দলই ৫ টি করে গোল তুলে নেন। পরে আবারও ১ টি করে বল কিক করার সুযোগ দিলে প্রথম কিক দিতে আসেন গাংনী ফুটবল একাডেমির হুসাইন। বলটি গোলকিপার লুফে নেন। পরে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের খেলোয়াড় কিক দিয়ে বল জালে ঢুকিয়ে দেন।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন মোনাখালি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়াড ইব্রাহিমকে। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও সদস্য

মাহাবুবুল হক মন্টু।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, আমিরুল বসিলাম অল্ডাম, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন গাংনীর মাহাবুব হোসেন। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর টুটুল রহমান ও মুজিবনগরের সোহেল রানা। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন আব্বাছ উদ্দীন। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ ১০ জুন ৭ম ম্যাচে একই মাঠে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ও গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন একাদশের মধ্যে লড়াই হবে।

গাংনীতে ১৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দি পশ্চিমপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ১৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ বাশারুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব -১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।

শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের কমাণ্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। গ্রেফতারকৃত আসামী মো: বাশারুল ওরফে বাশার বিশ্বাস গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনারুল ইসলাম বিশ্বাসের ছেলে।

এ সময় তার নিকট থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ০১টি মোটর

সাইকেল, ০২টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

র্যাব জানায়, মাদক ব্যবসায়ী বাশার দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেহেরপুর জেলাসহ পাশ্ববর্তী জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর নিকট ক্রয় বিক্রয় করে আসছিল। গ্রেফতারকৃত আসামীর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মসজিদের মোয়াজ্জিনকে কুপিয়েছে প্রতিপক্ষ

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে মসজিদের মোয়াজ্জেম শাহাবুদ্দীন আহমেদ (৫৫) কে কুপিয়েছে প্রতিপক্ষরা।

আহত শাহাবুদ্দীন আহমেদ পিরোজপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ জুন) বিকালে শাহাবুদ্দীন আহমেদ আযান দেওয়ার উদ্যোশ্যে মসজিদে যাচ্ছিলেন।

এসময় পেছন থেকে এসে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দূর্বৃত্ত তারিকুল ইসলাম। মূমূর্ষ অবস্থায় শাহাবুদ্দীনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

জানা গেছে, আহত শাহাবুদ্দীনের সাথে গত কয়েকদিন আগে একই গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে তারিকুল ইসলাম সামান্য বচসা হয়। এনিয়ে তারিকুল তাকে মারার হুমকী দিয়ে আসছিল। আজ বিকালে শাহাবুদ্দীন আযান দেওয়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন।

এসময় সে পথিমধ্যে ধারালো অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে পেছন থেকে দু পায়ের

হাটুর উপরের মাংস পেশিতে কয়েকটি কোপ মারে। এতে শাহাবদ্দীনের দুটি পায়ের মাংস পেশি কেটে যায়। বর্তমানে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

খাটি বাঙালিয়ানা খাবারের সাথে উঠেছিল আড্ডার ঝড়

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রবীণদের মিলন মেলায় সবাই ছিল উচ্ছাসিত। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সাথে দেখা, কুশল বিনিময় অন্যরকম আমেজ। সেই সাথে ছিল রসনা বিলাশ বাঙালি খাবারের আয়োজন। রসালো আম, পাকা কাঁঠাল, দই, চিড়া, মুড়কির সাথে রসুগুল্লোহ এযেনো খাটি বাঙালিয়ানা।সব শেষে রুটি আর ডাল, কমতি ছিলনা কোনো কিছুর।

এই আড্ডা আর বাঙালি খাবারের আয়োজক গাংনীর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম। আড্ডায় প্রবীণদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,কথা সাহিত্যক রফিকুর রশীদ রিজভী, চুয়াডাঙ্গা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী হাইস্কুল এন্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত গণিত শিক্ষক আক্তার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজেরে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ,লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বিএসসি হামিদুল ইসলাম, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, ছড়াকার ইয়াসিন রেজা, আযান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামিজ উদ্দীন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, বঙ্গবন্ধু তথ্য ও গবেষণা পরিষদের গাংনী পৌর শাখার সভাপতি একরামুল হক, সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা

প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু, খাইরুল ইসলাম, সাফায়েত হোসেন প্রমুখ।

কোলা ইলেভেন স্টারকে ৪-০ গোলে হারিয়ে এফসিবি দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৫ম দিনের খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা ইলেভেন স্টার ক্লাবকে ৪-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিবিএস) দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ১৪ মিনিটের সময় ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিবিএস) এর ৮ নং জার্সি পরিহিত ফরোয়াড মোবারক হোসেন দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর ২৮ মিনিটের সময় আরও একটি গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। এরপর ৩৫ মিনিটের সময় তৃতীয়ল গোলটি করে রাজশাহী থেকে আসা রাফায়েল। পরে আবারও দ্বিতীয় অর্ধের ২০ মিনিটের সময় আরও একটি গোল তাদের খাতায় যোগ করেন। তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই কয়েকটি করে গোল সুযোগ হারান।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন এফসিবিএসের ফরোয়ার্ড তানিন সরকার। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও সদস্য আব্দুস সালাম (সাবেক ব্যাংকার)।

খেলায় সর্বোচ্ছ দুটি করে গোল দেওয়ায় রাফায়াল ও মোবারক হোসেনকে মেহেরপুর লালন বালি ভান্ডারের পক্ষ থেকে দুটি গেঞ্জি উপহার দেন।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন গাংনীর আব্বাছ আলী। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর মাহাবুব হোসেন ও মুজিবনগরের সোহেল রানা। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল রহমান।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল শুক্রবার ৯ জুন ষষ্ঠ ম্যাচে একই মাঠে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ ও গাংনী ফুটবল একাডেমি লড়াই করবে।

আইনজীবী ছাড়া বিনা খরচে জামিন পেলেন এক আসামি

আইনজীবী নিয়োগ করা ছাড়াই নিজের মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত থেকে জামিন পেলেন এক আসামি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এই আদেশ প্রদান করেন। আদালত আসামিকে নিজ জিম্মায় মামলার পরবর্তী তারিখ আদালতে উপস্থিত হওয়ার শর্তে অন্তর্র্বতীকালিন জামিন মঞ্জুর করে আসামিকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন।

খোজ নিয়ে জানা যায়, আসামি মোঃ কাবেল আলীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী ২০২০ সালে একটি যৌতুকের মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আসামি মোঃ কাবেল আলীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলে পুলিশ চুয়াডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন। দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা জেলে থাকার পর সম্প্রতি তাকে মেহেরপুর জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। আজ

জেল খানা থেকে তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হলে কোন আইনজীবী না থাকায় আদালত আসামির বক্তব্য জানতে চান। আসামি তখন নিজেই শুনানি করেন এবং আইনজীবী নিয়োগ করার মতো তার পরিবারে কেউ নেই বলে জানিয়ে নিজেই মৌখিকভাবে জামিনের প্রার্থনা করেন। তার স্ত্রীর সাথে তালাক হয়নি এবং সংসারে এক সন্তান আছে জানিয়ে তিনি সংসার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ হাজতবাস এবং মামলার গুনাগুন বিবেচনায় আদালত তাকে নিজ জিম্মায় পরবর্তী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।